



140945 - এক তালবি ইলম নারীদরেক ইলম শকিষা দতি গয়ি নজি তাদরে একজনরে সাথে বশিষে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন

প্রশ্ন

আমাদরে দেশে একজন তালবি ইলম আছে। তাঁর ইলম ভাল। তিনি আমাদরেক ইলম অর্জন, তাকওয়া, সুন্নাহর অনুসরণ ও আলমেদের সাথে আদব মনে চলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। আমরা তাঁকে হকপন্থী সালাফী হিসেবে জানি। তিনি আমাদরেক দ্বীনরে খুঁটনিটা যা কিছু শকিষা দনে আমরা তাঁকে অনুসরণ করে চলি। কুরআনে কারীম ও রাসূল (সাঃ) এর হাদিসি শকিষাদানরে জন্য তিনি সনদপ্রাপ্ত। যদিও আমরা উনার তাকলীদ করি, কিন্তু তিনি আমাদরেক তাকলীদ না-করার প্রতি উৎসাহিত করেন। তিনি ফতোয়ার ক্ষেত্রে অথবা নারী হিসেবে আমাদরে সাথে আচার আচরণরে ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করেন বলে আমি মনে করি। আমি তার জ্ঞান প্রচাররে ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রেখে থাকি। কিন্তু দুঃখরে বিষয় হলো একজন মহিলা আমাকে অবহতি করছেন (আমার কাছে তাকে সত্যবাদী মনে হয়) যে, এই নারীর সাথে তার অবধি সম্পর্ক আছে। সটো সম্পূর্ণ গোপনে। আমি আবারও বলছি সম্পূর্ণ গোপনে। মহিলাটি জানাচ্ছেন যে, তিনি এ সম্পর্ককে বিয়রে মাধ্যমে শরিয়তসম্মত রূপ দেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু নিজস্ব কিছু পরিস্থিতির কারণে তিনি সটো পারছেন না। পরতিপরে বিষয় হলো- তা সত্ববেও তিনি এ মহিলার সাথে কথাবার্তা বন্ধ করেননি। তিনি বলছেন যে, তিনি পরবিশে তরী করার চেষ্টা করছেন। এমতাবস্থায়, আমরা কিতার কাছ থেকে ইলমে অর্জনে বরিত থাকব? তার দরসে বসা থেকে বরিত থাকব? শয়তান আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছে, আমাকে বলছে- এই আলমে যা বলে তিনি নিজসে সনে অনুযায়ী আমল করেন না। তার প্রতিটি কথার মধ্যে শয়তান আমাকে সন্দেহে ফেলে দিচ্ছে। নাকি আমরা বলব- মানুষ মাত্রই গুনাহগার। হতে পারে এই গুনার কাছে তিনি হরে গেছেন। আমাদরে সাথে আচার ব্যবহারে তিনি আল্লাহকে ভয় করেন এটাই তো আমরা জানি। আর এ বিষয়টি একবোরো একটা গোপন বিষয়। গুটিকিতক মানুষ ছাড়া এ বিষয়টি কটে জানে না। আমি যে, এ বিষয়টি জানি তিনি তা জানেন না। নবী ছাড়া তো নষিপাপ কটে নই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জবাব:

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

এ কথা সত্য যে, সকল গুনাহ থেকে মুক্ত এমন একজন মানুষও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেকে মানুষরে গুনাহ রয়েছে। যে গুনার



বধিযটা শুধু সবে ব্যক্তি জানে এবং তার রবব জানে। এটাই বনী আদমরে প্রকৃত অবস্থা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলছেন, যবে সত্ভার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ যদি তোমরা গুনাহ না করতবে তাহলে আল্লাহ তোমাদরে বদলে এমন এক কওমকে নিয়ে আসতবে যারা গুনাহ করত, আবার আল্লাহর কাছে ক্শমা চাইত, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্শমা করে দতিনে। [সহীহ মুসলিম, ২৭৪৯]

কনিতু এটাও সত্ভ যবে, আল্লাহর বান্দাদরে অবস্থা নারীদেরকে দ্বীন শক্শিদানে নিয়োজিত এই তালবে ইলমরে মত নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদরে সম্পর্কে বলেনঃ “আর যদি শয়তানরে প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচতি করে তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তনি শ্রবণকারী, মহাজ্জগনী। যাদরে মনে আল্লাহর ভয় রয়েছে তাদের উপর শয়তানরে আগমন হওয়ার সাথে সাথে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানরে ভাই তাদেরকে শয়তান ক্রমাগত ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতবে কোন ক্রমতি করে না”। [সূরা আরাফ, ২০০-২০২] শাইখ ইবনে সাদী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কোন বান্দা গাফলতির দশা থেকে মুক্ত নয়। আর শয়তান বান্দার গাফলতির সুযোগ নেয়ার জন্য সীমান্ত প্রহরীর মত ওৎ পতে বসে আছে। যখনই সবে সুযোগ পায় আল্লাহর বান্দার উপর চড়াও হয়। তাই এখানে আল্লাহ তাআলা পথচ্যুত মুতাকীদের আলামত উলখে করছেন। যখন কোন মুতাকী বান্দার গুনাহর প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তনি শয়তানরে প্ররোচনায় কোন হারাম কাজ করে ফলে অথবা কোন ওয়াজবি পরতি্যাগ করে ফলে সাথে সাথে তনি পর্যালোচনা করে বরে করেন কোন পথ দিয়ে শয়তান তাকে প্ররোচতি করছে, তাঁর উপর আল্লাহ যা ফরজ করছেন তা তনি স্মরণ করেন এবং ঈমানরে অপরহির্য দাবী কতি তনি মনে করেন। তখনই তাঁর ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে এবং তনি আল্লাহর কাছে ক্শমা চান। তওবায়বে নাসুহ এর মাধ্যমে গুনার ক্শতি পুষিয়ে ননে। এবং অধিক পরিমাণে নকেরে কাজ করেন। এভাবে চরমভাবে নরিশ করে শয়তানকে প্রতহিত করেন। শয়তান যতটুকু ক্শতি করতবে পরেছে তনি এর চয়েবে বেশী পুষিয়ে ননে। পক্ষান্তরে শয়তানরে ভাইয়রো, শয়তানরে বন্ধুরা যখন কোন গুনাতবে লপিত হয় তখন তারা একরে পর এক গুনাতবে লপিত হতবে থাকবে, গুনাহ থেকে তারা নরিস্ত হয় না। শয়তান যখন দখেতবে পায় তারা গুনার প্রতি আসক্ত, মন্দ কাজে তাদের উৎসাহরে ক্রমতি নই তখন শয়তান তাদের পছি ছাড়বে না। [তফসীরে সাদী, পৃঃ ৩১৩]

এই তালবে ইলমে কোন শ্রণীর অন্তর্ভুক্ত!! মুতাকীদের দ্বারা কোন গুনাহ ঘটলে তারা যা করে সকেতি করছে!! তার উচতি ছিল নিজেকে শুধরে নেয়া, তার ববিচেনাশক্তি জাগ্রত হওয়া, নিজরে অপরাধরে ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। সবে তো মানুষকে কল্যাণকর জ্জগন শক্শিদানে নিয়োজিত। মানুষ নরিপদ ভবে তাদের ময়েদেরকে তার কাছে জ্জগন শখিতবে দিয়েছে এবং নারীরাও তার নকিট থেকে জ্জগন শখিকবে নরিপদ মনে করছে। এরপর সবে এ ধরনরে জঘন্য কাজে লপিত হয়েছবে। রাখালরে দায়তিব নকেডরে হাত থেকে পশুপালকে রক্শা করা। কনিতু রাখাল নিজই যদি নকেডরে চরতিরবে আবর্ভিত হয় তাহলে কি ঘটবে!! তার উচতি ছিল নিজরে দুর্বলতার রাস্তা চহিনতি করে ফতিনার গলপিথ চহিনতি করে সটো বন্ধ করে দয়ে। শয়তানরে রাস্তা বন্ধ করে দয়ে। তার উচতি ছিল পুরুষদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করা। পুরুষদেরকে দ্বীন শক্শিদানে রত হওয়া এবং নারীদেরকে শক্শিদানে দায়তিব অন্যদের জন্য ছেড়ে দয়ে। কনিতু সবে তা না করে ফতিনার পথে এগিয়ে



গছে। অবধৈ সম্পর্ক ও অবধৈ যোগাযোগ অটুট রখেছে- এগুলো সব গুন্যর কাজ। তার উচতি ছিল এগুলো পরহির করা এবং এর মূল ফটক বন্ধ করে দয়ো। অর্থাৎ নারীদরেকে শকিষাদান ও নারীদরে সাথে যোগাযোগরে রাস্তাটাই বন্ধ করে দয়ো- যহেতে সতে নারীর প্রতি দুর্বল। উসামা বনি যায়দে (রাঃ) হতে বর্ণতি আছে, তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করনে য়ে, “আমার পরবর্তীতে পুরুষরে জন্য নারীর ফতিনার চয়েে কঠনি কোনে ফতিনা আমি রখেে যায়নি”।[সহীহ বোখারী (৪৮০৮) ও সহীহ মুসলমি (৬৮৮১)]

এই তালবেে ইলমরে উচতি ছিল ফতিনার ব্যাপারে সাবধান হয়ে যাওয়া। কোনে রাস্তা দয়িে সতে ফতিনাগ্রস্তু হচ্ছে তা চহিনতি করে সতে বন্ধ করে দয়ো। কনিতু এই পথে চলতে থাকাটা তাকে আত্মপ্ৰবঞ্চিত করছে। তার দ্বীনদারকিে হুমকরি সম্মুখীন করছে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইময়ী (রহঃ) বলছেন: যখন মুহাজরিগণ মদনিততে আগমন করলনে তখন অববাহতি সাহাবীগণরে জন্য আলাদা গৃহরে ব্যবস্থা ছিল। ববাহতি সাহাবীগণরে বাসায় তারা থাকতনে না। এটি এজন্য অববাহতি সাহাবীগণ ববাহতি সাহাবীগণরে সাথে একত্রে বসবাস করলে এতে ফতিনার আশংকা রয়ছে। আগুন ও কাঠকে একত্রে রাখা যমেন পুরুষ ও নারীর একত্রতি হওয়াও তমেন।[ইস্তকিমা, পৃঃ ১/৩৬১]

তার এ অবধৈ সম্পর্ক সম্পূর্ণ গোপনে বলে আপনি উলখে করছেন। অবধৈ সম্পর্ক ততে গোপনে রাখা ছাড়া কোনে গত্যন্তর নেই। নাকি আপনি চান য়ে, সতে তার প্রমেকিকনে য়িে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাফরি করবে। আপনি এই হাদসিটি শুনুন, আমাদরে আশংকা হচ্ছে- না জানি সতে এ হাদীসরে হুমকরি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তিনি বলেন: আমি জানি কিয়ামতরে দনি আমার উম্মতরে মধ্যে একদল তহিমা পাহাড়রে মত শুভ্র নকে আমল য়িে হাজরি হবে। কনিতু আল্লাহ তাদরে সসেব নকে আমলকে লাপাত্তা করে দবিনে। সাওবান বললনেঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি আমাদরেকে তাদরে পরিচয় জানয়িে দনি; যনে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদরে অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বললনেঃ তারা ততোমাদরেই ভাই, ততোমাদরেই বংশধর। তারা ততোমাদরে মত তাহাজ্জুদগুজার। কনিতু তারা নরিজননে নভিত্তে আল্লাহর নাফরমানীতে লপিত হয়।[ইবনে মাজাহ, হাদসি নং ৪২৪৫, আলবানী হাদসিটকিে সহীহ বলছেন]

আমরা সন্দহোতীতভাবে বলতে চাই- আপনার জন্য উপদশে হলো যহেতে আপনি এই অঘটনরে কথা জনেছেন সুতরাং তার শকিষাগ্রহণ থেকে বরিত থাকুন। আপনি তার ক্লাসরে বদলে নরিভরযোগ্য আলমেদরে নকিট থেকে ইলম অর্জন করতে পারনে। এমনকি সতে ওয়বে সাইটরে মাধ্যমতে হতে পারে, ক্যাসটেরে মাধ্যমতে হতে পারে, বইয়রে মাধ্যমতে হতে পারে। আলহামদুলিল্লাহ; ইলম অর্জনরে মাধ্যম প্রচুর। বরঞ্চে আপনার উচতি হবে আপনার বান্ধবীকে নসীহত করা সতে যনে এই শকিষকরে সাথে সম্পর্ক ছনিন করে এবং আল্লাহর কাছে তওয়া করে। পরবর্তীতে সতে শকিষক যদি তাকে শরয়িত মতোবকে বয়িে করতে চায় তাহলে প্রকাশ্যে সতে যনে প্রস্তাব দয়ে। যভেবে দ্বীনদার ও সম্ভরান্ত লোকরো প্রস্তাব দয়িে থাকে। সতে যনে বদেবীন লোকদরে মত ডুবে ডুবে পানি না খায়। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় নারীদরেকে শকিষাদান থেকে বরিত থাকার



ব্যাপারে সবে শিক্ষককে কোনে বার্তা পৌঁছানো যমেন এমন কোনে ইঙ্গতি প্রদানে মাধ্যমে যে, তার বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে যাত সবে এমন কাজ থেকে বরিত হয় এবং তার পাপরে ভয়াবহতার ব্যাপারে সাবধান হয় তাহলে সটো করাটা ভাল। কনিতু এতে যনে খবররে ছড়াছড়া না ঘটবে এবং মানুষরে কানাঘুসার ব্যাপার না ঘটবে। কনেনা কোনে মুমনিরে দোষ গোপন রাখা শরয়ী দায়তিব। বিশেষতঃ এ ধরনরে খবর প্রচাররে কুফল অনকে বেশী এবং দ্বীনদার লোকদরে দুর্নামরে কারণ।